রবীন্দ্র জার্নাল

Vol. 23, No. 01, August 2014

শোক সংখ্যা





রবীন্দ্র জার্নাল
Rabindra Journal
Vol. 23, No. 01, August 2014

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, পতিসর, নওগাঁ
World Poet Rabindranath Institute of Agricultural Technology, Patisar, Naogaon

CamScanner

রবীন্দ্র জার্নাল

ISSN 2477-1714
VOL. 23, NO. 01, AUGUST 2014

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, পতিসর, নওগাঁ

CamScanner

রবীন্দ্র জার্নাল

ISSN 2477-1714
VOL. 23, NO. 01, AUGUST 2014

সম্পাদক

মোঃ ইসরাফিল আলম, এম.পি. এম.বি.এ; এল.এল.বি

নির্বাহী সম্পাদক

ড. জি. এম. মনিরুজ্জামান
বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা

যুগ্ম সম্পাদক

ড. মো. শওকত হোসেন
দর্শন বিভাগ, জা. বি. ও চেয়ারম্যান, অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রাকটিক্যাল এথিকস

প্রফেসর ড. মো. ইলিয়াছ হোসেন
অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম
বাংলা বিভাগ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ

ড. সুমন কুমার পান্ডে
উপ-পরিচালক, বিনিয়োগ বোর্ড, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ড. মো. মুশফিকুর রহমান
ডীন, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা

ড. হোসেন আল মামুন
ইংরেজি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

প্রকাশক

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, পতিসর, আত্রাই, নওগাঁ।

CamScanner

রবীন্দ্র জার্নাল

ISSN 2477-1714
VOL. 23, NO. 01, AUGUST 2014

পরিকল্পনা প্রণয়ন
ড. মো. তারিকুল হাসান
প্রফেসর, রসায়ন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মো. শহিদুল আলম
প্রফেসর, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা তত্ত্বাবধান
প্রফেসর আল ফারুক চৌধুরী
বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

সম্পাদনা সহকারী
মোঃ আনিসুজ্জামান মানিক
মোঃ ইজাহারুল ইসলাম
মোহাম্মদ আবুল কাসেম
মোঃ নূর ইসলাম সবুজ

অক্ষর বিন্যাস ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ আনোয়ার হোসেন (বাবু)
ফেন্ডস্ কম্পিউটার, ১২৫ স্টেডিয়াম মার্কেট, রা. বি.

মুদ্রণঃ বৈশাখী প্রেস, নিউ মার্কেট, রাজশাহী।

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ২৫০ টাকা মাত্র
US $ 12.00

CamScanner

সূচিপত্র

প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে ট্রাজেডি : নকসী কাঁথার মাঠ	ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম ড. সুমন কুমার পান্ডে	১১
বাংলাদেশের সংবিধান ও মৌলিক অধিকার পর্যালোচনা	মোঃ ইসরাফিল আলম এমপি	২০
বঙ্গবন্ধুর সংস্কৃতি	শামসুন্নাহার লাভলী	৩১
নির্মলেন্দু গুণের কবিতা: মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞান	রিষিণ পরিমল	৪২
কারা সংস্কার ও বন্দী কল্যাণ	মোঃ বজলুর রশীদ ডি.আই.জি প্রিজন্স	৫৬
মুক্তিযুদ্ধের কবিতা : নতুন কাব্যভাষার রূপায়ণ	ড. ফজলুল হক তুহিন	৬২
উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ছাত্রীদের শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিতির অনুসন্ধান	সাবিনা তাজমিন চুমকী	৭২
খুলনা জেলার ভূমিগঠন ও ভূমির উত্থান পতন	মোঃ আমিরুল ইসলাম শাহনাজ পারভীন	৮৬
গাণিতিক যুক্তিবিদ্যা: দার্শনিক যুক্তিবিদ্যা— একটি পর্যালোচনা	মোঃ মতিউর রহমান	৯৩
সংগীত শিল্পী কাজী নজরুল ইসলাম	দেবাশীষ বেপারী	৯৮
কৃপাহত্যা : একটি নৈতিক পর্যালোচনা	মোঃ জুলফিকার আলী	১১৪
উত্তরাঞ্চলের ওরাওঁ ও সাঁওতাল নৃ-গোষ্ঠীর লোকসঙ্গীত	প্রফেসর ড. মাযহারুল ইসলাম তরু	১৩২

CamScanner

প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন: নন্দনতাত্ত্বিক পর্যালোচনা	ড. মো. শওকত হোসেন	১৪৭
হেরোডোটাস: ইতিবৃত্ত	কাঙ্ক্ষিতা নিসর্গ ইসলাম	১৫৬
Crop Diversification in Bangladesh: Constraints and Potentials	Mohammad Monirul Islam Md. Elias Hossain	১৬০
Returns to Higher Education in Bangladesh- A Study of Nine Public Universities	Mohammad Rezwanul Karim	১৭৭

CamScanner

রবীন্দ্র জার্নাল
ISSN 2477-1714
VOL. 23, NO. 01, AUGUST 2014

সংগীত শিল্পী কাজী নজরুল ইসলাম

দেবাশীষ বেপারী*

সারসংক্ষেপ: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম শৈশব হতে সুস্থ্যাবধি অসংখ্য গান গেয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। সে গান কখনো জীবিকা নির্বাহে, কখনো সংগ্রামে আবার কখনো শিল্পীমনের অনাবিল সুখ অনুভবে। তবে গায়ক হিসেবে নজরুলের বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত খুব বেশি নয়। সংগীত সৃষ্টিতে তাঁর যে অবদান, সে তুলনায় অপ্রতুল।

নজরুলের শিল্পী জীবনে যদি গায়ক প্রসঙ্গ আসে তবে প্রথমেই ফিরে যেতে হবে কবির শৈশবের লেটোগানে। লেটোর দলকে কেন্দ্র করেই কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত ও কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে। মক্তব আর খাদেমগিরি ছেড়ে নজরুল এলেন লেটোর দলে যোগ দিতে। অধিকতর অর্থোপার্জনের আশায় ও সহজাত সংগীত প্রিয়তা এ-দুয়ের তাড়না কিংবা প্রেরণায় নজরুল লেটো গানের দলে যোগ দিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর গুরুও পথ প্রদর্শক ছিলেন পিতৃব্য কাজী বজলে করীম। লেটোর দলে কিশোর কবি গানের আসরে সেজেগুঁজে বহুগান শুনিয়েছেন। সে গানে নিমশা গ্রাম তথা বর্ধমান অঞ্চলের মানুষ মুগ্ধ হয়ে সারারাত জেগে বিভিন্ন ধর্মীয় পালা গানের রস আস্বাদন করেছেন। ক্রমে জনপ্রিয়তা বাড়ছে নজরুলের। হঠাৎ লেটোর দল থেকে আবার বিদ্যালয়ে। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে বর্ধমানের মাথরুন নবীনচন্দ্র ইন্সাস্টিটিউটে ভর্তি হন ১৯১১সালে।"একদিন আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চলে রেল লাইনের ধারে এক বাগানে বসেছিল গান বাজনার আসর। সেখানে নজরুলের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে রেলের জনৈক গার্ড তাঁকে চাকরি দিতে চাইলে তিনি তা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে অর্থ্যাৎ ৮ম শ্রেণিতে পড়বার সময় শিয়ারসোল রাজ স্কুলের শিক্ষক সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলালের নিকট স্বস্নেহে রাগ সংগীতে তালিম গ্রহণ করেন। গায়ক নজরুলের স্বকণ্ঠে গান পরিবেশনের প্রাথমিক ভীত এভাবেই তৈরি হয়।"[১]

করাচি সৈনিক জীবনে নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু শম্ভু রায় নজরুল সহচর প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে যে কয়েকটা পত্র দিয়েছিলেন তা থেকে ব্যারাকে কবির সংগীত জীবনের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর 'কাজী নজরুল' গ্রন্থে এ সম্পর্কে একটি বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"করাচিতে গান বাজনার সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল। বেঙ্গল রেজিমেন্টে ভলান্টিয়ার কমিটির দৌলতে আইনসম্মত কোনো জিনিসেরই অভাব ছিলনা।

* প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহে।

ভাঁজকরা অরগ্যান (এটি কাজীর বড় প্রিয় ছিল) থেকে আরম্ভ করে ব্যাঞ্জো, ক্লারিওনেট, বেহালা প্রভৃতি সবরকম বাজনাই ছিল।

আর এসব বাজনাই জমা থাকত কোয়াটার মাস্টার নজরুলের জিম্মায়। গাইয়ে বাজিয়েদের অভাব ছিলনা রেজিমেন্টে। বেপরোয়া ডানাপিটে বাঙালি ছেলেরা জীবন মরণ তুচ্ছ করে গুলীবারুদের পিছনে উন্মাদ হয়ে ছুটেছে জীবন-মরণ খেলতে। তাদের মধ্যে প্রতি সন্ধ্যাবেলা নজরুলের ঘরের সামনে কী আনন্দ কী হুল্লোড়ই না হত। জীবন মরণ খেলায় আত্মভোলা সাত হাজার তরুন ছেলে করাচির নৈশ আকাশ বাতাসকে সুরতরঙ্গে যেমন মাতিয়ে তুলতেন, তার সঙ্গে আনন্দের বেগ সামলাতে নাপেরে 'দে গুরুর গা ধুইয়ে; চালাও পানাসি বেলঘরিয়া'। আরও নানা শব্দে আন্দোলিত করে তুলতেন নজরুল। এই উদ্দমতায় নজরুলের ডানপিটে সাথী ছিলেন মনিভূশন মুখোপাধ্যায়।

কাঠখোট্টা সৈন্যদলে থেকেও কবি সাহিত্য সাধনা ছাড়েননি। গানতো তাঁর নিত্য সঙ্গী। নিত্য নূতন গান লিখে, সুর দিয়ে গান গেয়ে সকলের মনকে তাজা রাখতেন। নজরুল করাচিতে ছিলেন মধ্যমনি স্বরূপ। তাঁর অরগ্যান বাজনার গুরু নিত্যানন্দ দে ছিলেন হাবিলদার। দে মশাই নানা প্রকার বাজনায় ছিলেন সুপন্ডিত।কাজী যখন যে গান ধরতেন, তখন শেষ না করা পর্যন্ত শান্তি পেতেন না। করাচিতে যেসব গান তাঁর প্রিয় ছিল তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের-

কীহল আমার! বুঝি বা সখী
হৃদয় আমার হারিয়েছি
পথের মাঝেতে খেলতে গিয়ে
হৃদয়ে আমার হরিয়েছি"।[২]

সফল সংগীতকার রূপে পরিচিতি লাভের পূর্বে গায়ক কাজী নজরুল ইসলাম শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানই অপেক্ষাকৃত বেশি গাইতেন। নজরুলকে সে জন্যে রবীন্দ্র সংগীতের হাফিজও বলা হত। কারণ অসংখ্য রবীন্দ্র সংগীতের কথা তাঁর মুখস্থ ছিল।

মার্চ মাস ১৯২০সাল: "বন্ধু মহলে গায়করূপে নজরুলের খ্যাতি হয়েছিল কলকাতা আসার সঙ্গে সঙ্গে। সাহিত্য সমিতির অফিসে যে দিন এলেন তিনি। সে দিন রাতেই তাঁকে নিয়ে গানের আসর বসানো হল। স্মৃতিচারণে মুজফফর আহম্মদ জানিয়েছেন;কাজী নজরুল ইসলাম যে দিন ৩২ কলেজস্ট্রীটে থাকতে এসেছিল সেদিন রাত্রেই তাকে দিয়ে আমরা গান গাইয়ে নিয়েছিলাম। গানের ব্যবস্থা হয়েছিল আফজালুলহক সাহেবের ঘরে। আমার ঘরখানা শীলেদের বাড়ির প্রথম উঠোনের ওপরে ছিল। তাঁদের বাড়ির ভিতরে যাতে কোনা আওয়াজ না পৌঁছায় সে বিষয়ে আমি সতর্ক ছিলাম। তখনকার দিনে নজরুল সাধারণত রবীন্দ্রনাথের গানই গাইত। কিন্তু সেদিন সে গেয়েছিল 'পিয়া বিনা মোর জিয়া না মানে বদরী ছায়ী রে'। ও- বাড়িতে আসার পরে নজরুলের গানের আড্ডা বরাবর আফজাল সাহেবের ঘরেই বসত"।[৩]

CamScanner



নিশ্বাসে বিশ্বাসে স্বপ্নে বিভোরে
বেঁধে রেখেছি আর্দশের গভীরে।
নীরবে নিভৃতে হৃদয়ের কুঠিরে
ঠাঁই দিতে চাহিনা অন্য কাহারে।
তোমরাই আমার শক্তি
তোমরাই আমার প্রেরণা।

মোঃ ইসরাফিল আলম, এম.পি

রবীন্দ্র জার্নাল
Rabindra Journal
ISSN 2477-1714
Vol. 23, No. 01, August 2014

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, পতিসর, নওগাঁ
World Poet Rabindranath Institute of Agricultural Technology, Patisar, Naogaon

CamScanner